ভোরের কাগজ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

NOV. 19 2002

ধর্মীয় শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে : শিক্ষামন্ত্রী

আওয়ামী লীগ প্রণীত শিক্ষানীতি বাতিল করেছে সরকার

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রণীত শিক্ষানীতি-২০০০ বাতিল করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। আগামী শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেবে সরকার। নতুন শিক্ষানীতি প্রণনের জন্য সরকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতীয় সংসদের গতকালের অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এ তথ্য জানান। ২০০০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা সাংসদ অধ্যাপক জয়নাল আবেদীনের এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, শিক্ষানীতি ২০০০-এর বাস্তবায়ন বর্তমানে স্থগিত আছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জাতীয় ভাবধারা ও মূল্যবোধের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এই কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সংসদকে জানান। তিনি আরো বলেন, ভবিষ্যতের শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত)সমূহকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমর্যাদায় উন্নীত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। দেশে বর্তমানে অনুদানভুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৫৮৬টি বলে তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য নিরসনে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বর্তমানে কলেজ সরকারিকরণ না করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর বৈষম্য নিরসনে সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০০৩ সালে সারা দেশের প্রাইমারি স্কুলসমূহে বিনামূল্যে প্রায় ৯ কোটি ৮ লাখ ৪৫ হাজার টাকার পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে প্রায় ১১ কোটি ৬৮ লাখ টাকার মূল্যের ১ কোটি ২৫ লাখ পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।